পরিচ্ছন্নতায় প্রাণ ফিরে পেল রামপুরার জিরানী খাল

মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে খালগুলো সারাদেশে জালের মত নেটওয়ার্ক বিস্তার করে আছে। বর্ষাকালে যখন লোকালয় ডুবে যায়, চতুর্দিক যখন পানিতে টইটুম্বুর হয়ে যায়, তখন চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা খালগুলোর মধ্য দিয়েই লোকালয়, পাড়া-মহল্লা হতে বৃষ্টির পানি নালা-ড্রেন হয়ে খালের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে নদীতে গিয়ে পড়ে। আর যার ফলে পাড়া-মহল্লা লোকালয় ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়। দেখা যায় যে, বর্ষাকালে খালগুলো পানিতে রূপ-যৌবনায় ভরে উঠে, তখন খালে-বিলে মাছ ধরে মানুষ তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। একদিক দিয়ে বলা যায়, নদীমাতৃক বাংলাদেশের খালগুলো মানুষের প্রাণ। কারণ খালের পাড়ের মানুষ খালের পানি ব্যবহার করেই তাদের নিত্য দিনের কাজ সারে। আবার বছরের একটি দীর্ঘ সময় খালে মাছ ধরে মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে।

খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান ও জৈববৈচিত্র্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খালের দূষণমুক্ত পানি জীববৈচিত্র্যের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য। পরিষ্কার খালে অক্সিজেনের মাত্রা বাড়ে, যা জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য খুবই প্রয়োজন। গ্রাম বাংলায় খালের সাথে মানুষের জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ছোটবেলায় খালের পানিতে ভেসে বেড়ানোর স্মৃতি অনেকেরই রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে আজকে আমাদের দেশের খালগুলো দখলে-দূষণে অস্তিত্ব বিলীনের পথে। নতুন প্রজন্ম এখন আর পরিচ্ছন্ন খাল দেখতে পারছেনা। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা প্রভাবশালীরা খালগুলোকে বেআইনিভাবে দখল করে অবকাঠামো নির্মাণ করে খালের গতিপথ এবং পানির প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়ার ফলে দেশের খালগুলো আজ অস্তিত্ব হারানোর পথে।

এ পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই তিনি দেশের খাল এবং নদীগুলোকে দখল ও দূষণমুক্ত করার প্রতি জোর দেন। ঢাকার রামপুরার জিরানী খালটি ময়লা আবর্জনা এবং কচুরিপানায় ভর্তি হয়ে দখলে-দূষণে খালটি তার জীবন্ত সত্তা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। এ চিত্র অনেকটা সারা দেশেরই। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে পানি সম্পদ উপদেষ্টার বলিষ্ঠ নির্দেশনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে সারাদেশের প্রতি জেলায় একটি করে খাল পরিচ্ছন্নকরণ পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে অনুযায়ী গত ১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ জাতীয় যুব দিবস উপলক্ষ্যে সারাদেশে একযোগে ৬৪ টি জেলায় ৬৪টি চিহ্নিত জলাশয়/খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান শুরু করা হয় এবং ১৫ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান চলে।

পরিচ্ছন্নকরণ অভিযান শুরু হয় রাজধানী ঢাকার রামপুরা এলাকার ত্রিমোহিনী ইদগাহ মাঠে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ও যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন পানি সম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া রামপুরা-জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের উদ্বোধন করেন।

জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে খালের ১৪ টি স্পটে বিডি ক্লিন-সি এর ৫০০ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং নোঙর বাংলাদেশের ২০০ স্বেচ্ছাসেবীসহ মোট ৭০০ স্বেচ্ছাসেবী এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সরাসরি তত্ত্বাবধানে রামপুরার জিরানী খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানে স্বেচ্ছাসেবী ও যুব সংগঠনের পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন,বিআইডব্লিউটিএ, WARPO, BWDB, বন বিভাগ, ফায়ার সার্ভিস,প্রশিক্ষণার্থী, আত্মকর্মী-উদ্যোক্তা,তরুণ,যুবক ও স্থানীয় জনগণ অংশগ্রহণ করে। বিশ্ব ব্যাংকের আওতাধীন ডব্লিওআরজি-২০৩০ প্রতিষ্ঠানটি খাল পরিচ্ছন্নকরণ অভিযানের অন্যতম সহযোগী হিসেবে কাজ করে। এছাড়া, ঢাকা জেলা সিভিল সার্জন অফিস মেডিক্যাল টিম দিয়ে খাল পরিচ্ছনকরণ অভিযানে সহযোগিতা করে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, বিআইডব্লিউটিএসহ সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় রামপুরার জিরানী খালটি পরিচ্ছন্নকরণ করায় এখন এ খাল যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। যেখানে কয়দিন আগেও খালটি ছিল কচুরিপানাতে ভর্তি এবং মশার একটি বড় ধরনের প্রজনন ক্ষেত্র সেখানে এখন খালটি তার স্বাভাবিক প্রবাহ ফিরে পাওয়ায় নেই আগের মত দুর্গন্ধ, খালের দুইপাড়ের ত্রিমোহনী হাজীবাড়ী চৌরাস্তা গুদারাঘাটসহ এলাকাগুলোতে এখন প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে বলা যায়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা রয়েছে খালটির দুপাশে দৃষ্টিনন্দন ফুলের গাছ এবং শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ লাগিয়ে পথচারীদের বসার জন্য বেঞ্চ স্থাপন করার যেন ক্লান্ত পথিক খালের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় জিরিয়ে নিতে পারে। তরুণ-ছাত্র-যুবক সহ সব শ্রেণীর পেশার মানুষ যেন তাদের আড্ডার স্থান হিসেবে খালের পাড়কে বেছে নিতে পারে সে বিষয়টিও সরকারের পক্ষ হতে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রায় সাড়ে চার কিলোমিটার দীর্ঘ এই জিরানী খাল ঢাকার পূর্বাংশের একটা গুরুত্বপূর্ণ খাল। এই খালটি রামপুরার নন্দীপাড়া, হাজীপাড়া, গুদারাঘাট, নাসিরাবাদ এলাকার মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে।

জিরানী খালের পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সফলতার ফলে এলাকার পরিবেশে যে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে, তা স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। দোকানি মোহাম্মদ আলীর অভিব্যক্তি থেকে বোঝা যায়, এই উদ্যোগ মশার উপদ্রব কমিয়ে এনেছে এবং দুর্গন্ধমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। এতে করে স্থানীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। খালের পানির প্রবাহ সচল রাখার ফলে মশা জন্মানোর পরিবেশ বিনষ্ট হয়েছে, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মোহাম্মদ আলী এবং তার বন্ধুরা আরও কিছু পরামর্শ দিয়েছেন, যেমন খালের পাশে প্রাচীর নির্মাণ করা ও নির্দিষ্ট জায়গায় ময়লা ফেলার ব্যবস্থা করা। এই ধরনের ব্যবস্থা খালের দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ এবং এলাকাবাসীর সুবিধার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এখানকার অভিজ্ঞতা থেকে অন্য এলাকাগুলোর জন্যও শিক্ষা নেওয়া যেতে পারে—পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম শুধু পরিবেশকে সুন্দর করে তোলে না, বরং জনস্বাস্থ্য ও জীবনের মানও উন্নত করে।

খালটি নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ না করলে আবারও আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সে বিবেচনায় পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় খালপাড়ের এলাকাবাসীদের সমন্বয়ে একটি মনিটরিং টিম গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভবিষ্যতে এ খাল দূষণের সাথে যারা জড়িত হবে স্থানীয় সরকার আইনের অধীনে তাদের শাস্তির মুখোমুখি করা হবে।

জিরানী খালের পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুধু খালের পরিবেশগত উন্নতিই নয়, বরং স্থানীয় মানুষের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তনের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বনশ্রী ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থীদের উৎসাহ এবং তাদের মতামত থেকে বোঝা যায় যে, নতুন প্রজন্মও পরিবেশ রক্ষায় সম্পৃক্ত হতে আগ্রহী। সাকিব সানির দেয়ালে সতর্কবার্তা লেখার প্রস্তাব ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বীজ বপনে সহায়ক হবে। অটোরিকশা চালক রুবেল ও মুদি দোকানি জাকির হোসেনের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই উদ্যোগ কার্যকর হয়েছে এবং নিয়মিত তদারকি ও মাইকিংয়ের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি সম্ভব।

এ ধরনের প্রচেষ্টা মানুষকে খালে আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। স্থানীয় সমাজসেবক আশরাফুল হক সুমন, মো. লিয়াকত আলি ও হাফিজ উদ্দিন মাস্টারের মতো ব্যক্তিরা মনে করেন যে, খালের পরিচ্ছন্নতা শুধু রোগবালাই কমাতেই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনমান উন্নত করতে সহায়তা করবে। তারা এই উদ্যোগকে টেকসই করতে সরকারি তদারকি এবং স্থায়ী লোকবল নিয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন।

এটি একটি চমৎকার উদাহরণ যে, স্থানীয় প্রশাসন, সাধারণ জনগণ এবং শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে পরিবেশ সুরক্ষা ও পরিচ্ছন্নতার কাজে অংশগ্রহণ করলে কতটা ইতিবাচক ফলাফল আসতে পারে। এমন উদ্যোগ সমাজের অন্যান্য অংশের জন্য একটি অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে, যা বৃহত্তর পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমে সহায়ক হতে পারে। এই ধরণের প্রকল্পগুলো শুধু পরিবেশগত অবস্থা উন্নত করে না, বরং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা ও সহযোগিতা বাড়িয়ে তোলে।

#

লেখক: জনসংযোগ কর্মকর্তা, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পিআইডি ফিচার